ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৭৮২৫

ড. মোঃ গোলাম মুস্তাফা, মহাব্যবস্থাপক, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন ঃ ৭১১০২১১, ৭১২০৯৫১
ই-মেইল ঃ golam.mustafa@bb.org.bd

ওয়েবসাইট : www.bangladeshbank.org.bd
www.bangladesh-bank.org

স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ঢাকা থেকে মুদ্রিত

ডিপিপি-০৪-২০১০-১৫০০

সংক্ষিপ্তসার

ব্যাংক পরিচালকদের জন্য গাইডলাইন

বাংলাদেশ ব্যাংক

সংক্ষিপ্তসার

ব্যাংক পরিচালকদের জন্য গাইডলাইন

বাংলাদেশ ব্যাংক

ভূমিকা

- কোনো ব্যাংক-কোম্পানী পরিচালনার দায়িত্ব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে। ব্যাংক পরিচালনায় পর্ষদ শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুকূলে Fiduciary responsibility পালন করে থাকে।
- ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব অন্যান্য কোম্পানীর তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ব্যাংক মূলত আমানতকারীদের অর্থে পরিচালিত হয়।
- বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশনার আলোকে নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা পরিচালনা পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব।
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেও ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার, আমানতকারী ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নিকট পর্ষদের জবাবদিহিতা আছে।

পরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ততা

- অন্যূন ১০ (দশ) বছরের কর্মঅভিজ্ঞতা;
- আইনের দৃষ্টিতে দোষী নন, দণ্ডপ্রাপ্ত হননি বা দেউলিয়া ঘোষিত হননি;
- খেলাপী নন।

পর্ষদ কর্তৃক নীতিমালা প্রণয়ন

- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ নীতি নির্ধারণী বিষয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।
- বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় সুষ্ঠুভাবে ব্যাংক পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুমোদন করা পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

- পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্য অর্জনের কৌশল ও কার্যপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;
- পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্ম-পরিকল্পনা করবে।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- পর্ষদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কার্যপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবে।

- পরিচালনা পর্ষদ প্রধান নির্বাহী ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য মুখ্য কর্মসম্পাদন নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করবে এবং তা সময় সময় মূল্যায়ন করবে।
- পরিচালনা পর্ষদ ব্যবসায়িক ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও কৌশল সম্পর্কে পর্ষদের প্রস্তাব/সুপারিশ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করবে।

পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

- বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন, ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরি ও নবায়ন, ঋণ আদায়, পুনঃতফসিল, সুদ মওকুফ এবং অবলোপনের নীতি, কৌশল, বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন;
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন এবং এর পরিপালন পরিবীক্ষণ;
- নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, শৃঙ্খলা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি এবং চাকুরিবিধি প্রণয়ন;
- ব্যাংকের বার্ষিক বাজেট এবং বিধিবদ্ধ আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রণয়ন; ব্যাংকের আয়, ব্যয়, তারল্য সংস্থান, মেয়াদোত্তীর্ণ/ অনাদায়ী ঋণ, মূলধন ভিত্তি ও পর্যাপ্ততা, প্রভিশন সংরক্ষণ এবং আইনগত কার্যক্রমসহ খেলাপী ঋণ আদায়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা/পরিবীক্ষণ;
- ক্রয় ও সংগ্রহ কার্যক্রমের নীতিমালা ও বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন।

পর্ষদের কমিটি গঠন

- পর্ষদ কেবলমাত্র নির্বাহী কমিটি ও অডিট কমিটি গঠন করতে পারে।
- কমিটিতে বিকল্প পরিচালকগণকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
- নির্বাহী কমিটির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা ৭।
- অডিট কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩।

অডিট কমিটির দায়িত্ব

- অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা, আর্থিক ঝুঁকি, আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ, বিদ্যমান আইন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত বিধি-বিধানের পরিপালন ইত্যাদি পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, বহিঃনিরীক্ষক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শক দল কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত ভুল-ত্রুটি, জাল-জালিয়াতি ও অন্যান্য অনিয়মাদি নিয়মিতকরণের ব্যাপারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদে পরিপালন প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব

- পর্ষদের পরিবীক্ষণ দায়িত্বের আওতায় চেয়ারম্যান ব্যাংকের কোনো শাখা বা অর্থায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
- তিনি ব্যাংকের পরিচালনা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য অধিযাচন করতে বা কোনো বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিতে পারবেন;

- তিনি প্রাপ্ত তথ্য বা তদন্ত প্রতিবেদন পর্ষদ/নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাহীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ

- পর্ষদ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যাংকে একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করবে;
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ১৫ বছরের ব্যাংকিং পেশায় অভিজ্ঞতা আবশ্যক;
- পরিচালকদের ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় যোগ্যতা ও উপযুক্ততার মাপকাঠি তাঁর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য;
- ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৬৫ বছর;
- প্রধান নির্বাহীকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অপসারণ করা যায় না।

প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা

- পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত আর্থিক, ব্যবসায়িক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা মোতাবেক স্বীয় দায়িত্ব পালন করবেন।
- পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালাসমূহের বাস্তবায়ন করবেন।
- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ বা অন্য কোনো আইন/বিধি লংঘন বিষয়ক তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদান করবেন।
- তাঁর নিচে পরবর্তী ০২ (দুই) স্তর ব্যতিরেকে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও পদোন্নতির বিষয়ে পর্ষদের অনুমোদিত মানবসম্পদ নীতি ও চাকুরিবিধির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

পরিচালক পদে শূন্যতা ও অপসারণ

- বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে ব্যাংকের যে কোনো পরিচালককে অপসারণ করা যায়;
- কোনো পরিচালক একাদিক্রমে তিনটি পর্ষদ সভায় অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকলে, কোনো ব্যাংকের ঋণখেলাপীতে পরিণত হয়ে নোটিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে ঋণ পরিশোধ না করলে, কিংবা তাঁর যোগ্যতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট পরিচালকের পদ শূন্য হয়ে যায়;
- আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপ সম্পাদন কিংবা জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার কারণে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৬ ও ৪৭ ধারার আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক, চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অপসারণ ও পর্ষদ বাতিল করতে পারে ।

পরিচালকদের ঋণদান সম্পর্কিত নির্দেশনা

- ব্যাংকের পরিচালক বা পরিচালকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিনা জামানতে কোনো ঋণ বা অগ্রিম প্রদান করা যায় না;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে তাদের গৃহীত ঋণ মওকুফ করা যায় না;
- ব্যাংকের কোনো পরিচালককে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদনসাপেক্ষে তাঁর নিজ নামে ধারণকৃত ঐ ব্যাংকের শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা যায়;

- ব্যাংকের কোনো পরিচালক বা তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে প্রত্যক্ষ ঋণ (Funded) এবং ৫০ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে মোট ঋণ (Funded & Nonfunded) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক প্রদান করা যাবে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

ব্যাংকের মুখ্য ঝুঁকি (Core Risks) ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নোক্ত ছয়টি মুখ্য ঝুঁকি (Core Risks) এলাকা চিহ্নিত করে এ সকল বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক পরিপালনের নিমিত্তে ব্যাংকসমূহে প্রেরণ করেছে ঃ

- ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Credit Risk Management) ;
- বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Foreign Exchange Risk Management) ;
- সম্পদ-দায় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Asset-Liability Risk Management) ;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Internal Control and Compliance Risk Management) ;
- মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Money Laundering Prevention Risk Management) ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত গাইড লাইন (Guidelines on Information & Communication Technology)।

সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করে ঝুঁকি পরিমাপপূর্বক ঝুঁকি হ্রাসের পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে এসব গাইডলাইনে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ঋণ প্রস্তাব মূল্যায়ন ঃ ক্রেডিট রিস্ক গ্রেডিং

সংখ্যা	গ্রেডিং
১.	উত্তম (Superior)
২.	ভালো (Good)
৩.	গ্রহণযোগ্য (Acceptable)
৪.	প্রান্তিক (Marginal)/নজরদারী তালিকা (Watch list)
৫.	বিশেষ উল্লেখ (Special Mention)
৬.	নিম্নমান (Sub-Standard)
৭.	সন্দেহজনক (Doubtful) এবং
৮.	মন্দ ও ক্ষতি (Bad & Loss) ।

- সিআরজি গ্রেডিং উত্তম, ভালো অথবা গ্রহণযোগ্য হলে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক ঋণ প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে ।
- গ্রেডিং নিম্নমান, সন্দেহজনক অথবা মন্দ ও ক্ষতি হলে ঋণ প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না । গ্রেডিং প্রান্তিক/নজরদারী তালিকা অথবা বিশেষ উল্লেখ হলে প্রস্তাবটি বিবেচনার পূর্বে পুনঃপরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ।

সিআইবি

- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১-এর ২৭কক(৩) ধারা অনুযায়ী ঋণ খেলাপীদের অনুকূলে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যায় না ।
- ঋণ খেলাপীরা যাতে ঋণ সুবিধা না পায় অথবা ঋণ আবেদনকারী বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা ভোগ করতে না পারে সে জন্য সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হয় ।

- প্রতিটি ব্যাংককে নির্দিষ্ট ছকে মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয় ।
- এক কোটি ও তদূর্ধ্ব টাকার ঋণ হিসাবের তথ্য মাসিক ভিত্তিতে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার ঊর্ধ্বের ঋণ হিসাবের তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে রিপোর্ট করতে হয় ।
- বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, উপাত্ত ভাণ্ডারে সংরক্ষণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহ করে থাকে ।

পারফরমেন্স মূল্যায়ন

ক্যামেল্‌স (CAMELS) রেটিং

ক্যামেল্‌স রেটিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিটি ব্যাংকের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি সার্বিক চিত্র তৈরি করে । নিম্নোক্ত ছয়টি নির্দেশকের (Indicator) ভিত্তিতে রেটিং করা হয় ঃ

- মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital Adequacy),
- সম্পদের মান (Asset Quality),
- ব্যবস্থাপনা দক্ষতা (Management Soundness),
- আয় ক্ষমতা ও লাভজনকতা (Earnings and Profitability),
- তারল্য (Liquidity) ও
- বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা (Sensitivity to Market Risks) ।

প্রত্যেক ব্যাংকের বিবরণী পর্যালোচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক ক্যামেল্‌স (CAMELS) রেটিং করে থাকে । উপরিউক্ত পারফরমেন্স

নির্দেশকের সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত পাঁচ ধরনের রেটিং নিরূপিত হয় ঃ

র‍্যাঙ্কিং	রেটিং
১.	সুদৃঢ় (Strong)
২.	সন্তোষজনক (Satisfactory)
৩.	মোটামুটি ভাল (Fair)
৪.	প্রান্তিক (Marginal) ও
৫.	অসন্তোষজনক (Unsatisfactory) ।

আগাম সতর্ক ব্যবস্থা (Early Warning System-EWS)

- ব্যাংকের পারফরমেন্স মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে ক্যামেল্‌স রেটিং এর আওতায় কোনো একক নির্দেশক অতিমাত্রায় খারাপ হলে অথবা সামগ্রিক রেটিং ৩ বা এর নিচে নির্ণীত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে 'আগাম সতর্ক ব্যবস্থা' (EWS) এর আওতায় নিয়ে এসে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিবিড় নজরদারীর মাধ্যমে ব্যাংকের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করা হয় ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়নে কোনো ব্যাংকের রেটিং 'প্রান্তিক' অথবা 'অসন্তোষজনক' হলে বা 'আগাম সতর্ক ব্যবস্থা' (EWS) এর আওতায় ব্যাংকের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে তদারকি করার পরও অব্যাহতভাবে ব্যাংকের পারফরমেন্স এর অবনতি ঘটতে থাকলে উক্ত ব্যাংককে 'প্রবলেম ব্যাংক' হিসেবে চিহ্নিত করা হয় । বাংলাদেশ ব্যাংক এ সকল ব্যাংকের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে থাকে ।

মূলধন পর্যাপ্ততা

ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ

- ১১ আগস্ট, ২০১১ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের ন্যূনতম আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকায় উন্নীত করতে হবে।
- এর মধ্যে আদায়কৃত/পরিশোধিত মূলধন হবে অন্যূন ২০০ কোটি টাকা।

ব্যাসেল-২

- ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণের ক্ষেত্রে ব্যাসেল-২ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানদণ্ড। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-২ এর অনুসরণে দেশের ব্যাংকগুলোর জন্য একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করেছে।
- ২০১০ সালের জানুয়ারি হতে ব্যাসেল-২ অনুসরণে সম্পদের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন সংরক্ষণ আবশ্যক করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ব্যাংকসমূহের মূলধন ভিত্তি মজবুত হবে এবং ফলশ্রুতিতে প্রতিকূল অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম হবে।
- ব্যাসেল-২ চুক্তিতে আর্থিক খাতে নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নিম্নোক্ত তিনটি স্তম্ভ (Pillar) সুপারিশ করা হয় ঃ

১. সর্বনিম্ন আবশ্যকীয় মূলধন (Minimum Capital Requirements),
২. সুপারভাইজরী রিভিউ (Supervisory Review) ও
৩. বাজার শৃঙ্খলা (Market Discipline)।

পিরিয়ডিক রিভিউ

মাসিক পর্যালোচনা

- তহবিল ব্যবস্থাপনা;
- সংবিধিবদ্ধ তারল্য সংরক্ষণের বিষয়ে ব্যাংকের অবস্থা;
- আয়-ব্যয়ের বিবরণী;
- আমানত ও ঋণ-অগ্রিমের তুলনামূলক অবস্থা;
- অর্পিত ক্ষমতাবলে মঞ্জুরিকৃত ঋণ প্রস্তাব;
- গুরুতর অনিয়ম, প্রতারণা ও আত্মসাৎ ঘটনার উপর প্রতিবেদন;
- ঋণ আদায়ের তুলনামূলক চিত্র ইত্যাদি ।

ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা

- সার্বিক আমানত, ঋণ বিতরণ, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়, মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- শ্রেণীবিন্যাসিত ঋণ পর্যালোচনা, ঋণ আদায় পরিস্থিতি এবং খেলাপীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা;
- বড় ধরনের প্রতারণা-জালিয়াতি ও গুরুতর অনিয়মের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা;
- একক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানকে ঋণদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনা পরিপালন;
- বাৎসরিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা;
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং পরিপালন প্রতিবেদন ।

অর্ধ বার্ষিক পর্যালোচনা

- অর্ধ বার্ষিক ব্যবসায়িক ফলাফল ও শাখার আয়-ব্যয় পরিবীক্ষণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের CAMELS প্রতিবেদন পর্যালোচনা;
- মূলধনী বাজেটের বিপরীতে মূলধনী ব্যয়;

- অভ্যন্তরীণ, বহিঃনিরীক্ষা, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন প্রতিবেদন ও অডিট কমিটির সুপারিশের উপর গৃহীত পদক্ষেপ;
- মার্চেন্ট ব্যাংকিং ব্যবসা;
- গ্রাহক সেবার মান, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি ।

বাৎসরিক পর্যালোচনা

- বাৎসরিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা;
- মন্দ ঋণ, যা অবলোপনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে;
- সারা বছরে প্রদত্ত অনুদান;
- ব্যাংকের স্থিতিপত্র ও লাভ-ক্ষতি হিসাব;
- লোকসানি শাখা;
- আয় হিসাবায়ন, ঋণ শ্রেণীবিন্যাস এবং নন-পারফর্মিং সম্পদের বিপরীতে প্রভিশন সংরক্ষণের উপর বিশদ টীকা;
- কম্পিউটারাইজেশনের অগ্রগতি;
- শাখা সম্প্রসারণ/শাখা খোলার লাইসেন্স;
- সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা প্রতিবেদন ।

পরিচালকগণের নিকট প্রদেয় আইন-কানুন ও বিধি-বিধান

পরিচালকগণকে যে সকল আইন-কানুন ও বিধি-বিধান ব্যাংক সরবরাহ করবে তার তালিকা নিম্নরূপ ঃ

- ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১; বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২; বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯; নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৮১; অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩; ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০;
- উপরিউক্ত আইনসমূহের অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানসমূহ;

- প্রতিষ্ঠানের সংঘস্মারক ও সংঘবিধি;
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা তথা ঋণ প্রদান, আদায়, অডিট ও পরিদর্শন সংক্রান্ত বিভিন্ন ম্যানুয়াল;
- সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিগত তিন বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন;
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত অন্যান্য আদেশ/সার্কুলার;
- ব্যাংকের পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিমালাসমূহ যথা ঃ মানব সম্পদ নীতিমালা, কর্মচারী চাকুরি বিধিমালা, অর্পিত ক্ষমতা (প্রশাসনিক, আর্থিক ও ব্যবসায়িক), ঋণ নীতিমালা, বিনিয়োগ নীতিমালা, ট্রেজারী ম্যানুয়াল, অবলোপন নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ম্যানুয়াল ও
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রণীত গাইডলাইনসমূহ।

সিএসআর

- সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রমে (CSR) অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো একদিকে যেমন দেশের অনগ্রসর গোষ্ঠীর উপকার, সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে অন্যদিকে এর মাধ্যমে ব্যাংকের ইমেজও বৃদ্ধি পায়।
- বাংলাদেশ ব্যাংক সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি প্রণয়ন করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে।
- ব্যাংকের বার্ষিক আর্থিক বিবরণীতে CSR কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার জন্যও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলোর রেটিং করার সময় CSR পরিপালনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে।
- ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ CSR কার্যক্রমে বিনিয়োগের নীতিমালা অনুমোদন করবে এবং এ সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট অনুমোদনপূর্বক CSR কার্যক্রম পরিপালনের বিষয়টি সময় সময় পরিবীক্ষণ করবে।